ভাগ্য নিয়ে ধৈর্য্য ধর

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা
মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্,
মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা, দাস্তুর, মাদাদ ইয়া শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী,
শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, মাদাদ।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَ

"কুল লান ইয়ুসিবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহু লানা।" (সুরাহ তাওবাঃ৫১) যতদিন মানুষ জীবিত আছে ততদিন তাদের জীবনে যেকোনো কিছুই ঘটতে পারে। যা আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) বলছেন তাই হচ্ছে। যখন কোন কিছু ঘটে, তখন তা ঘটে গেছে, আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) তা লিখেছেন। তার সাথে ধৈর্য্যধারণ করা হচ্ছে আল্লাহ্র (জাঃজাঃ) দেয়া তাকদীরের প্রতি সম্মতি দেখানো। ধৈর্য্য ধারণ করা তোমার জন্য বিশাল পুরস্কারের কারণ হবে।

যা কিছু ঘটে তার সবকিছুর জন্য আল্লাহ্র (জাঃজাঃ) প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ, যেহেতু আরও খারাপ কিছু, আরও কঠিন কিছু হতে পারত। সব ক্ষেত্রেই আরও খারাপ কিছু হতে পারে। যাই হোক না কেন, তা মুমিনের উঁচু স্তরে পৌঁছানোর এবং পুরস্কৃত হবার একটি মাধ্যম।

আল্লাহ্র (জাঃজাঃ) আদেশের সামনে মাথা নত করা মুসলিমদের জন্য একটি বিশাল ফাযিলাত এবং নিয়ামাতের কাজ। এরকম বলার কোন কারণ নেই যে, "আমরা

কেন এটি করলাম? এটা কিভাবে হলো?" আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) তাকদীরের জন্য এটা হয়েছে এবং যে সময় চলে গেছে তা আর বদলানো যাবে না।

যদি মানুষ ভাবে এবং ভাগ্যের সামনে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ্‌কে (জাঃজাঃ) শুকরিয়া জানায় তাহলে তা তাদের আরামের একটি কারণ হবে এবং তাদের সাওয়াব বৃদ্ধি পাবে। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন যে একটা মশাও যদি কাউকে কামড় দেয়, সেই মানুষের জন্য নিশ্চিতভাবে পুরস্কার আছে। একইভাবে, সেই মানুষটির যত বেশী খারাপ বোধ হয়েছে তত বেশী সাওয়াব এবং ভালো আমল আল্লাহ্‌ (জাঃজাঃ) তাকে দান করেন।

এই জন্যই আল্লাহ্‌ (জাঃজাঃ) আমাদের হিফাযাত করুন যেন যদি কারও উপর কোন সমস্যা আসে সে ধৈর্য্যশীল এবং অনড় হয়, ইনশাআল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ (জাঃজাঃ) আমাদের আরও খারাপ কিছু থেকে রক্ষা করুন। খারাপ থেকেও অনেক বেশী খারাপ আছে। আমরা দেখি চারিদিকে কি হচ্ছে এবং পৃথিবীতে প্রতিদিন কি আসছে। তবুও আমাদের বলতে হবে যে আমরা আমাদের অবস্থার জন্য ভাগ্যবান এবং কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্‌ (জাঃজাঃ) আমাদের নিরাপদ রাখুন এবং পরীক্ষায় না ফেলুন। কিন্তু যখন পরীক্ষা করা হবে তখন কোন বিদ্রোহ যেন না থাকে, শুধুই সম্মতি। আল্লাহ্‌ (জাঃজাঃ) আমাদের সকলকে হিফাযাত করুন, ইনশাআল্লাহ্‌। তোমাদের দিন, সময়, বছরগুলো এবং মাওলিদের উৎসবগুলো যেন শুভ হয়, ইনশাআল্লাহ্‌।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

৪ জানুয়ারী ২০১৬ / ২৪ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।